দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রত্যাহারের দাবীতে আজ ছাত্র ধর্মঘটের ডাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে ক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রদের ব্যাপক ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবীতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী অধিকার সংরক্ষণ কমিটি আয়োজিত সমাবেশের এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শত শত সাধারণ ছাত্র গতকাল কলাভবনে ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা টিচার্স লাউঞ্জ, প্রক্টর অফিস ও ডীন অফিসেও হামলা চালায়। ঘটনার সময় প্রায় দেড় ঘন্টাকাল কলাভবনের চারটি তলাতেই চরম অস্থিরতা ও বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এদিকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী অধিকার সংরক্ষণ কমিটি শেখ আনসার আলীর বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবীতে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে। উল্লেখ্য, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার কারণে ঐ বিভাগের ছাত্র শেখ আনসার আলীর বহিষ্কার ও অনার্স ডিগ্রী বাতিলের দাবীতে শিক্ষক সমিতি গত ৬ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সমিতির দাবী অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করায় গত বৃহস্পতিবার শিক্ষক সমিতি ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। জানা গেছে, অন্য সব বিষয়ে ভাল রেজাল্ট করা সত্ত্বেও ব্যবহারিক বিষয়ে পর পর তিন বছর ধরে ফেল করিয়ে দেয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে শেখ আনসার আলী বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। গতকাল শেখ আনসার আলীর বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবীতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী অধিকার সংরক্ষণ কমিটি সকাল ১০টায় কলাভবনের প্রধান গেটে এক শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ

কলাভবনে ভাঙচুর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশের এক পর্যায়ে বেলা সাড়ে ১১টায় বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রদের একটি মিছিল কলাভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ে। মিছিলকারীরা কলাভবনের বিভিন্ন কক্ষের দরজা-জানালা ভাংচুর শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে কলাভবনের বিভিন্ন তলাতেও স্বতস্ফূর্তভাবে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয় এবং বিভিন্ন কক্ষের দরজা-জানালা ভাংচুর করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিভিন্ন বিভাগের নোটিশ বোর্ড, শিক্ষকদের নেমপ্লেট, ফুলের টব ইত্যাদিও ভাংচুর করে। একদল ছাত্র 'ধর ধর' করে শিক্ষক লাউঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় শিক্ষকরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে ছাত্ররা দরজা ভাঙারও চেষ্টা করে। ছাত্রদের একটি অংশ কলাভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের গেট সংলগ্ন ডীন অফিস ও প্রক্টর অফিসে হামলা করে। এ সময় পুলিশ কয়েক রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র পুলিশকে ধাওয়া করে এবং পুলিশ সরে যায়। ছাত্রদের ভাঙচুর, খণ্ড খণ্ড মিছিল, চীৎকার, চেঁচামেচির কারণে দেড় ঘন্টাকাল পুরো কলাভবনে চরম অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। বেশ কিছু শিক্ষককে আতংকগ্রস্ত অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে দেখা যায়। বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সামান্য আহত হয়। এর মধ্যে সালেহ শিবলী নামে একজনকে ঢাকা মেডিক্যেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

গতকালে ঘটনা সম্পর্কে কয়েকজন সাধারণ ছাত্রের সাথে আলাপ করতে গেলে তারা বলেন, "আনসার আলীর বিষয়টি একটি উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে পুরো ঘটনাটি হচ্ছে সাধারণ ছাত্রদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।" শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের ক্ষোভের কারণ জানতে চাইলে তারা "এক শ্রেণীর শিক্ষকদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি, ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার, নানা-রকম অনিয়ম, পরীক্ষার ফলাফলে সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব, এক ধরনের ছাত্রীদের সাথে কিছু কিছু শিক্ষকের আপত্তিজনক ঘনিষ্ঠতা" ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন।

সমাবেশের ঘোষণা

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সমাবেশে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শেখ আনসার আলীর বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে 'অযৌক্তিক' বলে অভিহিত করে তিনদিনের মধ্যে তা প্রত্যাহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সমাবেশে বলা হয়, অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়া হবে। সমাবেশে বলা হয়, একটা অযৌক্তিক দাবীকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ ২০ দিন ধর্মঘট করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন, তা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সমাবেশে আজ ছাত্র ধর্মঘট পালন এবং আগামীকাল ক্লাস বর্জন ও সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সমাবেশে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগসমূহ লিখিতভাবে আজ থেকে কলাভবনের প্রধান গেটে বিকল্প ফটোস্ট্যাট-এ জমা দেয়ার জন্য আহবান জানানো হয়।